দৈনিক ইনকিলাব

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 18 JAN 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

দৈনিক ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB
ঢাকাঃ রবিবার, ৪ মাঘ, ১৩৯৩

ওরা জাতীয় শত্রু

দেশে কত শিশু-কিশোর শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত? জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের এক পরিসংখ্যান তথ্যে জানা গেছে, কুমিল্লা জেলার লক্ষাধিক শিশু প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। কুমিল্লা জেলায় শিক্ষার হার অন্যান্য জেলার তুলনায় একটু বেশী। তাই অনুমিত হয়, দেশের ৬৪টি জেলায় শিক্ষা বঞ্চিত শিশু-কিশোরের সংখ্যা প্রায় কোটির কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াবে। এ হিসেব অনুযায়ী দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের প্রায় অর্ধেকই অশিক্ষিত থেকে যাচ্ছে। এরপর সুখী-সমৃদ্ধিশালী ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার উদ্যোগ-আয়োজন কতটুকু সফল হবে তাও সহজেই অনুমিত হয়। যেসব শিশু-কিশোর স্কুলে যাচ্ছে— তাদের অবস্থাটা কি? শিক্ষাবর্ষ শুরু হয়ে গেছে; কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে এখনো বই পৌঁছছে না। বিনামূল্যের বই সরবরাহ ও বন্টন ব্যবস্থাও ত্রুটিপূর্ণ। ফলে, ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশোনা শুরু করতে পারছে না, শিক্ষকরা নাজেহাল হচ্ছেন, অভিভাবকরা হয়রানির শিকার হচ্ছেন। মাধ্যমিক পর্যায়ের অবস্থা আরো নাজুক। অধিকাংশ বইয়ের ছাপার কাজই এখনো শেষ হচ্ছে না। তারপর রয়েছে বাঁধাই ও বিলি-বন্টন।

বছরের পর বছর ধরে এই একই ঘটনাবলীর পুনরাবৃত্তি ঘটছে। এবারও পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনার তত্ত্বাবধায়ক বোর্ড কর্তৃপক্ষ ও মুদ্রণের দায়িত্বপ্রাপ্ত। প্রকাশক সমিতি পারস্পরিক দোষারোপ, অভিযোগ-অনুযোগ ও অজুহাত যথেষ্টই দেখাচ্ছেন। দোষ যাদেরই হোক— যথাসময়ে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে পাঠ্যপুস্তক না পৌঁছানো একটি অমার্জনীয় অপরাধ। এবং বছরের পর বছর একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা পঙ্গু করে দেয়ারই একটি চক্রান্ত। শিক্ষাঙ্গনে স্বার্থসিদ্ধির বিকৃত রাজনীতি আর অবৈধ অস্ত্রের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে স্বার্থান্ধ মহল যে দেশের ভবিষ্যৎ বিনাশের চক্রান্তে মেতে আছে— তাকেই সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে পাঠ্যপুস্তক রচনা, মুদ্রণ, প্রকাশনা ও বিতরণের সাথে সংশ্লিষ্ট এক শ্রেণীর স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি। একের দোষ অন্যের কাঁধে চাপানো বা তাৎক্ষণিক অজুহাত খাড়া করা তাদের কাছে কঠিন কিছু নয়। বরাবর তারা এই করেই পার পেয়ে যায়। ক্ষতি হয় দেশের ভবিষ্যৎ বংশধরদের, ক্ষতি হয় গোটা জাতির। শিক্ষা ক্ষেত্রে নানা অনিয়ম, অব্যবস্থা, ঘাপলা-কারচুপি আর হিংসাত্মক কার্যকলাপের পেছনে সক্রিয় চক্রান্ত আজো যদি উর্ধ্বতন মহল হৃদয়ঙ্গম করতে না পারেন; তাহলে এ জন্য গোটা জাতিকেই অদূর ভবিষ্যতে বড় ধরনের খেসারত দিতে হবে।

ছাত্র-ছাত্রী; অভিভাবক, দেশের মানুষ, দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও মহলের ন্যক্কারজনক, সর্বনাশা তৎপরতার হাত থেকে মুক্তি চায়। তাদের ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠী স্বার্থ ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করছে, দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎকে জটিল আবর্তে নিক্ষেপ করছে। কাদের উদাসীনতা, অবহেলা এবং সর্বোপরি স্বার্থবুদ্ধি তাড়িত জঘন্য কার্যকলাপের দরুন দেশের অর্ধেক শিশু শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত, ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে যথাসময়ে পাঠ্যপুস্তক পৌঁছছে না, শিক্ষাঙ্গন হয়ে উঠছে অবৈধ অস্ত্রের আখড়া? সমাজ ও জাতির এ শত্রুদের সনাক্ত করে সমাজের বুক থেকে তাদের মূলোৎপাটন করার দাবী তো এদেশের মানুষ বারবার জানিয়ে আসছে। তারপরও শিক্ষা ক্ষেত্রে কি করে দুর্নীতি চলছে, শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ কি করে বিনষ্ট হচ্ছে? এ ব্যাপারে আমরা সর্বোচ্চ পর্যায়ের আশু মনোযোগ আকর্ষণ করছি। আর যারা পাঠ্যপুস্তককে লালসা মিটানোর হাতিয়ারে পরিণত করেছেন, শিক্ষাঙ্গনকে দলীয় স্বার্থসিদ্ধির প্লাটফর্মে পরিণত করেছেন— তাদের বলবো, আপনারা দয়া করে কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষতি করা থেকে, জাতির ভবিষ্যৎ বিনষ্ট করা থেকে বিরত থাকুন; তা না হলে আপনারাও নিশ্চিত বিনাশের ত্রাস থেকে রক্ষা পারেন না।